কেউ ছিল

আমার ভিতরে কোন শিশু ছিল
যে কদিন ছিল জানায়নি কিছু;
একটি নির্দিষ্ট নাম কেড়ে নিয়ে সে জন
গলি হেঁটে বিস্তৃত পথে চলে গেল।

সেই-দিন থেকে হল ভালবাসা—
দুশ্চিন্তায় রাত্রি কাটে
এখন যে প্রিয় হবে
সেও কি বাসবে তাকে ভাল?

একটি কিশোর ছিল
পূর্ণ করে ভিতর বাহির
যাবার বেলা কিছু বলেছি কি
মনেও পড়ে না
ভিতর সতৃষ্ণ চোখ মুক্ত জানালায় আসে, যায়—
সঙ্গে তাকিয়ে থাকে ইদানিং
যে আমাকে চায়।

এমন সতৃষ্ণ দৃষ্টি, আমার সঙ্গিনীকেও
সে কিশোর সঙ্গে নিয়ে গেল।

এখন যৌবন গেলে সারাদিন সন্দিগ্ধ ঘোরাফেরা
এই বুঝি কেউ কড়া নাড়ে—
পাঁচিল টপকে গণ্ডি সেই-ই উঁকি মারে
কিংবা এক সঙ্গীমন গন্ডির ওপারে তাকায়
এবং আমার বৃদ্ধা দ্বিপ্রহরে কবিতা পড়লেই
মুখে বলি - যে এখন মন নেবে
সে নয় কখনো সুজন
অথচ, সে দেখা দিলে
দিয়ে দেব আমার জীবন।

একটি প্রজন্ম মৃত্যু

এই-সব চারাগাছ বেড়ে উঠলে
গড়ে উঠবে জঙ্গল!
অথচ একদিন স্বভাবী গম্ভীর শালবন
নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়
হরিণ চরে না আজ
কাঁকুরে ঢিবির উপরে বন মুরগীরা
প্রহরে প্রহর হাঁকে না।

মনে পড়ে, একদা এ-বনে
সাঁওতাল শিশুর সঙ্গে তীর ছুঁড়ে শুকর মেরেছি,
মহুয়ার তাজা ফুল কুড়িয়েছি
গামছায় ভরে,
বুনো শিয়ালের পিছে ছুটে
কুশের তীক্ষ্ণ আগায়
আড়াআড়ি ফেড়ে গেছে পা।

কৃত্রিম পার্ক হলে
আমদানী হবেই কিছু গৃহস্থ হরিণ
জালের ওধারে এসে সারি দেবে
রবিবার-ক্লান্ত শিশুরা
ক্ষীণহাতে ঘুরবে ক্যামেরা—
সুস্থ-স্বভাবী চোখ বার - দুই জ্বলে উঠে
সোডিয়াম ল্যাম্পে মেলাবে।

সুভাষচন্দ্র ঘোষ

সৃষ্টিসন্ধান